তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১২১/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ জনাব অরূপ রায়
পিতা-উৎপল রায়
৫১/এ সাভার বাজার রোড
সাভার, ঢাকা ।

প্রতিপক্ষ ঃ সৈয়দ শাহরিয়ার মেনজিস
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়
সাভার, ঢাকা ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ১৯-০৬-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী ১৯-০১-২০১৬ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়, সাভার, ঢাকা বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) ২০১৬ সালে সাভার উপজেলায় মাধ্যমিক স্তরের যত সেট বই পাওয়া গেছে শ্রেণীভিত্তিক সেই সংখ্যা।
খ) বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানাসহ শ্রেণীভিত্তিক বিতরণকৃত বইয়ের সেট সংখ্যা।

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০৩-২০১৬ তারিখে নাজমা বেগম, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), মিরপুর সরকারী বাংলা কলেজ সংলগ্ন, ঢাকা বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১০-০৫-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ২৫-০৫-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করে ১৯-০৬--২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। অদ্য ১৯-০৬--২০১৬ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির।

৪। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও অদ্যাবধি কোন প্রতিকার না পেয়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ না করে বরং তার সাথে অসদাচরণ করেছেন এবং তথ্য প্রদান করবেন না বলে অভিযোগকারীকে হুমকি প্রদান করেছেন । এমতাবস্থায়, অভিযোগকারী তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে চাহিত তথ্যাদি প্রদান না করে কালক্ষেপণ করায় এবং তথ্য প্রদান না করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ লংঘন করেছেন মর্মে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শাস্তি দাবী করেন ।

৫। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এবং নতুন বই বিতরণ কার্যক্রম চলমান থাকায় অভিযোগকারীকে চাহিত তথ্যাদি যথাযথ সময়ে সরবরাহ করতে পারেন নি । তবে বর্তমানে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন অনুযায়ী অভিযোগকারীকে চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে তিনি কমিশনকে অবহিত করেন । অনাকাঙ্খিত বিলম্বের জন্য তিনি কমিশনের নিকট মৌখিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তিনি কমিশনের নিকট আবেদন করেন ।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ । অপরদিকে, সরকার থেকে বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য পাঠ্যবই সংক্রান্ত তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তথা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে সম্পাদিত এই কর্মকাণ্ডের সাথে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার বিষয়টি জড়িত মর্মে প্রতীয়মান হয়। এই বই বিতরণের ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহের আদেশ দেওয়া হলে উক্ত দপ্তরের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে বলে তথ্য কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় । ফলশ্রুতিতে প্রার্থীত তথ্য নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ না করায় এবং তথ্য অধিকার আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা জরিমানা করা সমীচীন মর্মে প্রধান তথ্য কমিশনারের সাথে একজন তথ্য কমিশনার একমত পোষণ করেন । অন্য একজন তথ্য কমিশনার শুধুমাত্র সতর্ক করার অভিমত ব্যক্ত করেন । উল্লেখ্য, তথ্য অধিকার আইনের ১৮ ধারা অনুযায়ী প্রধান তথ্য কমিশনারের সাথে অন্য ২ জন কমিশনারের মধ্যে যেকোন একজন তথ্য কমিশনার একমত পোষণ করলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য হবে। শুনানীঅন্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করায় তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত পূর্ণাঙ্গ তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায়, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সৈয়দ শাহরিয়ার মেনজিস, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়, সাভার, ঢাকা কে তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হলো ।

২। একইসাথে অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নির্ধারিত সময়ে তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করায় উক্ত আইনের ২৫(১১)(খ) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২৭(১)(খ) এবং (ঙ) ধারা অনুসারে সৈয়দ শাহরিয়ার মেনজিস, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়, সাভার, ঢাকা **কে** ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো। অনাদায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(৪) ধারা অনুসারে জরিমানার টাকা আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)
প্রধান তথ্য কমিশনার